ডঃ এস এম ইলিয়াস, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট

শহীদউজ্জামান মোহাম্মাদ ইলিয়াস, যিনি ড. এস এম ইলিয়াস নামেই বেশি পরিচিত, ১৯৪৪ সালের ২৪ শে অক্টোবর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বগুড়া জেলার জলেশ্বরীতলায়। তিনি প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য জনাব বদিউজ্জামান ইলিয়াস এর দ্বিতীয় পুত্র।

এই প্রথিতযশা কৃষি অর্থনীতিবিদ শেরেবাংলা কৃষি ইন্সটিটিউট (বর্তমানে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ১৯৬৫ সালে স্নাতক ডিগ্রী এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭৭ সালে ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে কৃষি অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক হিসেবে। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটে মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে (বার্ক) মেম্বার ডিরেক্টর হিসেবে এবং কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্তপুর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে ড. ইলিয়াস বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে যোগদান করলেও পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের কৃষি অর্থনীতি বিভাগে পিএসও (প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার) পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে তিনি সি এস ও (চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার) পদে উন্নীত হন এবং বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৮৯ সালে তিনি পরিচালক পদে উন্নীত হন। এই বিভাগের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে এই নিবেদিতপ্রাণ গবেষক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।তিনি বাংলাদেশে খামার ব্যবস্থাপনার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, কৃষি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার, গম, পাট, ভুট্টা, মরিচ, বিভিন্ন সবজি, ডাল, প্রভৃতি ফসল উৎপাদন বিষয়ক বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

এই প্রথিতযশা কৃষি অর্থনীতিবিদ ২০০৭ সালের ৩০শে নভেম্বর, দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন।